মুদ্রণ বিপ্লব - পটভূমি এবং প্রভাব (main points only)

মুদ্রণ বিপ্লবের আগে বইগুলি ক্যালিগ্রাফারদের দ্বারা লেখা হয়েছিল।
পাণ্ডুলিপিগুলি বিরল এবং তৈরিতে অনেক সময় লেগেছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়তে সর্বাধিক সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল, এবং এটি ছিল 300টি। সেই দিনগুলিতে, একটিও বই না দেখে অনেক লোক মারা গিয়েছিল।

15 শতকে শিক্ষার প্রসার ঘটছিল, দীর্ঘ স্থবিরতার পর বিজ্ঞান আবারো বিকশিত হওয়ার পথে, নতুন ধর্মীয় ধারণা তৈরি হচ্ছিল, এবং নবজাগরণ প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের লেখকদের রচনার অধ্যয়নের জন্য একটি বিশাল আগ্রহকে পুনরায় প্রজ্বলিত করেছিল।

উপরের সমস্ত কারণ পনেরো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপে বইয়ের চাহিদা তৈরি করে।

জার্মানির মেইনজের অন্তর্গত গুটেনবার্গ 1455 সালে প্রথম প্রিন্টিং মেশিন তৈরি করেছিলেন।

গুটেনবার্গের বাবা একটি টাকশালে কাজ করতেন।
তাঁর কাছ থেকে তিনি ধাতুবিদ্যার মূল বিষয়গুলি শিখেছিলেন। কিছু সময়ের জন্য, গুটেনবার্গ স্ট্রাসবার্গের তীর্থস্থানগুলিতে ধাতুর আয়না তৈরি এবং বিক্রি করেছিলেন।

গুটেনবার্গের মুদ্রিত প্রথম বইটি ছিল বাইবেল...চার্চের দাবিতে বাইবেলের 200 কপি ছাপা হয়েছিল

ইউরোপের বিভিন্ন অংশে শীঘ্রই ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটে। 1500 খ্রিস্টাব্দে 150 টি ছাপাখানা সহ ভিয়েনা ইউরোপের মুদ্রণ রাজধানী হয়ে ওঠে।

মুদ্রণ বিপ্লবের ফলে সংবাদপত্রের বিকাশ ঘটে যার মাধ্যমে প্রতিটি দেশে ভাষা অভিন্ন হয়ে ওঠে। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন যেমনটি উল্লেখ করেছেন একই রকমের ভাষায় একই সংবাদ পড়ার ফলে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

মুদ্রণ বিপ্লবের পর জ্ঞান গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে কারণ বই এখন সস্তা

বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে কারণ বিজ্ঞানীরা তাদের অনুসন্ধানগুলি সঠিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারে।তাই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সম্ভব হয়েছে

মার্টিন লুথারের ধারনা বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ায় ...
মুদ্রণ বিপ্লবের কারণে প্রতিবাদী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অগ্রসর হয়।

প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানদের বিরল কাজগুলি প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হওয়ার কারণে নবজাগরণ একটি নতুন গতি পেয়েছিল।

নতুনভাবে উৎপন্ন জ্ঞানের কারণে বাণিজ্যের বিকাশ ঘটতে পারে এবং সমুদ্র ভ্রমণ হতে পারে

ক্যালিগ্রাফির মতো পুরানো পেশাগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং প্রকাশনা এবং প্রুফসংশোধন (proof reading) মতো নতুনগুলি আবির্ভূত হয়েছে

জ্ঞান অর্জনের ফলে ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে মুদ্রণ অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তারা সেখান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে বিশ্বকে আধিপত্য বিস্তার করে।

মঠের দ্রবীভূতকরণ - প্রভাব(main points only)

প্রতিবাদী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময়, অষ্টম হেনরির অধীনে ইংল্যান্ড রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত একটি আইনের মাধ্যমে, ইংরেজ রাজা ইংল্যান্ডের চার্চের সর্বোচ্চ প্রধান হন।

ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ করতে এবং সরকারকে আধুনিক করার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন ছিল। এটি অধিগ্রহণ করার জন্য, তিনি ইংল্যান্ডের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি জমির মালিকানাধীন মঠগুলিকে লক্ষ্য করেছিলেন।

অষ্টম হেনরির মুখ্যমন্ত্রী টমাস ক্রোমওয়েল মঠগুলির কাজকর্মের জরিপ ও রিপোর্ট করার জন্য দুজন রাজকীয় কমিশনার নিয়োগ করেছিলেন। তাদের পেশ করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ইংরেজ পার্লামেন্ট 1536 এবং 1539 সালে দুটি আইন পাস করে যার মাধ্যমে প্রথমে ছোট মঠগুলি এবং পরে বড়গুলি সরকার দখল করে এবং তাদের জমি বিক্রি করে।

মঠগুলি ভেঙে ফেলার ফলে ইংরেজ রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্মের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল

মঠগুলির জমিগুলি ভদ্রলোকের (gentry) কাছে বিক্রি করা হয়েছিল।অষ্টম হেনরি ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থ পেয়েছিলেন এবং প্রতিবাদী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময় ভদ্রলোক (gentry) তার অনুগত সমর্থক হয়েছিলেন।

মঠগুলির বিলুপ্তি প্রতিবাদী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ধারণাগুলিকে বৃদ্ধি ও প্রসারিত করার জন্য ধর্মীয় স্থান দিয়েছে

অর্থনৈতিক প্রভাব গুরুতর ছিল। সন্ন্যাসী এবং সেইসাথে যারা আগে মঠের জমিতে কাজ করত তারা বেকার হয়ে পড়ে। অনেকে ডাকাতি করতে গিয়ে দেশে অপরাধের হার বেড়েছে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে দরিদ্র আইন এবং ভবঘুরে আইন পাস করা হয়েছিল।

শিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষার ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। মঠ ধ্বংসের পর বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে

এছাড়াও, বিশেষ করে মহামারীর সময় দরিদ্রদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার জন্য এখন কেউ অবশিষ্ট ছিল না

কৃষ্ণমৃত্যু/প্লেগ - প্রভাব (main points only)

যেহেতু কেউ জানত না যে প্লেগের কারণ কী, তাই এর উত্স সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। কেউ কেউ ভেবেছিলেন এটি দূষিত বাষ্পবিশেষ (miasma) কারণে হয়েছে। ধূপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত, এবং কসাইরা তাদের কসাইগুলি শহর থেকে দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্যরা প্লেগ প্রাদুর্ভাবের জন্য যাদেরকে তারা পাপী ভেবেছিল তাদের দোষারোপ করেছিল। পতিতা ও কুষ্ঠরোগীদের আক্রমণ করা হয়।1349 সালে স্ট্রাসবার্গে, প্লেগ প্রাদুর্ভাবের জন্য ইহুদিদের দায়ী করা হয়েছিল এবং গণহত্যা করা হয়েছিল।

প্লেগ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটায়। কৃষ্ণাঙ্গ মৃত্যুর কারণে ইউরোপের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, 1347 সালে প্যারিসে জনসংখ্যা ছিল এক লাখ। এটি 1353 সালে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হয়।ইংল্যান্ডের west thickley গ্রামে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের পরে কেউ বাঁচেনি।

ক্যাস্টিলের একাদশ আলফোনসোই একমাত্র শাসক যিনি প্লেগে মারা যান। সাধারণত, সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধনীরা গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে যেতে পারে যখন প্লেগ শহরগুলিতে আঘাত হানে, যেমনটি বোকাচিওর 'ডেকামেরন' বইতে দেখানো হয়েছে।

মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠলে নৈতিকতা পিছিয়ে যায়। নিজের জীবন বাঁচাতে এমনকি পরিবারের কাছের সদস্যরাও সংক্রামিত হলে ফেলে দেওয়া হয়।

যখন লোকেরা দেখল প্লেগের সময় চার্চ তাদের সাহায্য করতে পারছে না, তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর এর নিয়ন্ত্রণ কমে গেছে। মানবতাবাদ ইউরোপে পুনরায় আবির্ভূত হয় এবং নবজাগরণের পথ দেখায়। পোপকে লক্ষ্য করে প্রতিবাদী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও পরে শুরু হয়।

প্লেগ চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিল। বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। এমনকি সংক্রামিতদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের ছিল। প্রথমবারের মতো কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়। জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি এবং শুচিতা বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছিল।

মহামারী চলাকালীন, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে, এবং ভূমি দাসরা শহরে পালিয়ে যেতে পারে। এত মৃত্যুর পর কৃষিতে শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছে। ভূমি দাসদের দর কষাকষির ক্ষমতা বেড়েছে, এবং তারা এখন তাদের কাজের জন্য মজুরি দাবি করে। ভূমি দাসত্বের অবসান ঘটে এবং সামন্তবাদ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে